

সূরা ৩৫ : ফাতির, মাক্কী

৩৫ - سورة فاطر مَكِّيَّة

(আয়াত ৪৫. রুকু ৫)

(آيَاتُهَا : ৪৫ 'رُكُوعَاتُهَا : ৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই
যিনি বাণীবাহক করেন
মালাইকাকে যারা দুই-দুই,
তিন-তিন অথবা চার-চার
পাখা বিশিষ্ট। তিনি তাঁর
সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব
শক্তিমান।

۱. الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ
رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আমি **فَاطِر** শব্দের সঠিক অর্থ সর্বপ্রথম একজন
আরাব বেদুঈন থেকে জানতে পেরেছি। ঐ লোকটি তার এক সঙ্গী বেদুঈনের
সাথে ঝগড়া করতে করতে এলো। একটি কূপের ব্যাপারে তাদের বিরোধ ছিল।
ঐ বেদুঈনটি বলল : **أَنَا فَطَرْتُهَا** আমিই প্রথমে ওটা বানিয়েছি। ইবন আব্বাস
(রাঃ) **فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** এর অর্থ করেছেন : পৃথিবী এবং
আকাশমন্ডলীর উদ্ভাবক। (দুররুল মানসুর ৭/৩) যাহহাক (রহঃ) বলেন : যখনই
কুরআনে **فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** শব্দসমূহ উল্লেখ করা হয় তখনই এর অর্থ
হবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা। (দুররুল মানসুর ৭/৩)

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ আল্লাহ তা‘আলা নিজের ও তাঁর নাবীগণের মাঝে মালাইকাকে দূত করেছেন। মালাইকার ডানা রয়েছে, যার দ্বারা তারা উড়তে পারেন। যাতে তারা তাড়াতাড়ি আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূলদের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই ডানা বিশিষ্ট, কারও কারও তিন তিনটি ডানা আছে এবং কারও আছে চার চারটি ডানা। কারও কারও ডানা এর চেয়েও বেশী আছে। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি‘রাজের রাতে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ’টি ডানা ছিল। প্রত্যেক দুই ডানার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের সমপরিমাণ ব্যবধান ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। সুন্দী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ সুবহানাছ ইচ্ছা করলে তাদের ডানা বৃদ্ধি করেন অথবা যেভাবে খুশি সেইভাবে সৃষ্টি করেন। (দুররুল মানসুর ৭/৪)

২। আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অব্যাহত করলে কেহ ওটা নিবারন করতে পারেনা এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেহ ওর উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

۲. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহর করুণা কেহ স্থগিত করতে পারেনা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়। আর যা তিনি ইচ্ছা করেননা তা কখনও হয়না। যখন তিনি কেহকেও কিছু দেন তখন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা। আর যাকে তিনি দেননা তাকে কেহ দিতে পারেনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুগিরাহ ইব্ন শু‘বাহর (রাঃ) আযাদকৃত দাস ওয়াররাদ (রাঃ) বলেন : মু‘আবিয়া (রাঃ) মুগিরাহ ইব্ন শু‘বাহকে (রাঃ) একটি চিঠিতে লিখেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

থেকে আপনি যা শুনেছেন তা আমাকে লিখে জানান। তখন মুগিরাহ (রাঃ) লিখার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমি লিখলাম : ফার্ব্য সালাত আদায় করার পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করতে শুনেছি :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য-রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ রোধ বা বন্ধ করতে পারেনা এবং আপনি যা দেননা তা কেহ দিতে পারেনা। আর ধনবানকে ধন তার নিজ হতে কোন উপকার পৌঁছাতে পারেনা।

আমি তাঁকে পরচর্চা/খোশগল্প করা, বেশি বেশি প্রশ্ন করা, অর্থের অপচয় করা, শিশু কন্যাকে জীবন্ত কাবর দেয়া, মায়ের অবাধ্য হওয়া, নিজে গ্রহণ করে অথচ অন্যকে তা প্রদান না করার ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি। (আহমাদ ৪/২৫০, ফাতহুল বারী ২/৩৭৮, ১১/১৩৭, ৫২১, মুসলিম ১/৪১৪, ৪১৫)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু' হতে মাথা উঠানোর পর : اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন এবং তারপর নিম্নলিখিত কালেমাগুলি বলতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার জন্যই প্রশংসা আকাশপূর্ণ, যমীনপূর্ণ এবং এর পরে আপনি যা চান সবকিছু পূর্ণ। হে আল্লাহ! আপনি প্রশংসা ও মর্যাদা বিশিষ্ট। বান্দা যা বলে তা থেকে যা সত্য তা হল আমরা প্রত্যেকেই আপনার বান্দা। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা এবং যা দেননা

তা কেহ দিতে পারেনা এবং ধনীকে তার ধন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন উপকার পৌঁছাতে পারেনা। (মুসলিম ১/৩৪৭) এ আয়াত আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের আয়াতের মত :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌঁছাতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৭)

৩। হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রিয়ক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছে?

۳. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اٰذْكُرُوْا نِعْمَتَ
اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ
اَللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
فَاَنْتُمْ تُوَفِّكُوْنَ

তাওহীদের উদাহরণ

এ কথারই দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সত্তা। কেননা সৃষ্টিকর্তা ও রিয়কদাতা শুধুমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁকে ছাড়া অন্যকে তাঁর অংশী করা অর্থাৎ মূর্তি কিংবা কোন দেব-দেবীর ইবাদাত করা সম্পূর্ণ ভুল।

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنْتُمْ تُؤَفِّكُوْنَ তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছে। আসলে তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। অতএব তোমরা এত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সত্ত্বেও কেমন করে

অন্যদিকে ফিরে যাচ্ছ? কি করেই বা তোমরা অন্যের ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়ছ? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৪। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। আল্লাহর নিকটই সব কিছু প্রমানিত হবে।

۴. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۖ وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ

৫। হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।

۵. يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ
حَقًّا ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

৬। শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়।

۶. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَّ عَدُوٌّ
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ
السَّعِيرِ

**পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছিল বলে সাব্বনা
দান এবং কিয়ামাত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া**

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : হে মুহাম্মাদ! যদি তোমার যুগের কাফিরেরা তোমার

বিরুদ্ধাচরণ করে, তোমার প্রচারিত তাওহীদকে এবং স্বয়ং তোমার রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে এতে তুমি মোটেই নিরুৎসাহিত হবেনা। তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও এরূপ আচরণ করা হয়েছিল।

وَالِلّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ জেনে রাখবে যে, সবকিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎকর্মশীলদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে দিবেন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ঘটনা। এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ এর ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা চরম সত্য। সেখানকার চিরস্থায়ী নি‘আমাতের পরিবর্তে এখানকার ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে জড়িয়ে পড়না।

فَلَا تَغْرَبْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির মোহ যেন তোমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত না করে!

وَلَا يَغْرَبْكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। অর্থাৎ শাইতানের চক্রান্ত হতে খুব সতর্ক থাকবে। তার প্রতারণার ফাঁদে কখনও পড়না। তার মিথ্যা, চটকদার ও চমকপ্রদ কথায় কখনও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য কালামকে পরিত্যাগ করনা। সূরা লুকমানের শেষেও অনুরূপ আয়াত রয়েছে।

فَلَا تَغْرَبْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبْكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৩) এখানে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বলা হয়েছে শাইতানকে। এরপর মহান আল্লাহ শাইতানের শত্রুতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে যা বলে তোমরা তার বিরোধিতা করবে। সে তোমাদেরকে কথার প্যাচে উত্তেজিত করতে চাইলে তোমরা তাকে উল্টা উত্তেজিত করে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিবে।

إِنَّمَا يَدْعُو حَزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়। তাহলে কেন তোমরা তার কথা মানবে এবং তার প্রতারণায় প্রতারিত হবে?

আমরা মহাশক্তিশালী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে শাইতানের শত্রু করে রাখেন এবং আমাদেরকে তার প্রতারণা হতে রক্ষা করেন। আর আমাদেরকে যেন তিনি তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন! নিশ্চয়ই তিনি যা চান তা করতে তিনি সক্ষম এবং তিনি প্রার্থনা কবুলকারী।

এই আয়াতে যেমন শাইতানের শত্রুতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে সূরা কাহফের নিম্নের আয়াতেও তার শত্রুতার বর্ণনা রয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۚ

এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম : তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৫০)

৭। যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

۷. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

৮। কেহকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎ কাজ করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।

۸. أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইতানের অনুসারীদের স্থান জাহান্নাম। এ জন্য এখানে বলা হচ্ছে : কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, যেহেতু তারা শাইতানের অনুসারী ও রাহমানের অবাধ্য। মু'মিনদের যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে হয়তো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের যে সৎ আমল রয়েছে সেজন্য তারা বড় রকমের বিনিময় লাভ করবে। কাফির ও বদ লোকেরা তাদের দুষ্কর্মকে ভাল কাজ মনে করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يُبْعَثُ فِي كُلِّ قَوْمٍ رَّسُولٌ مِّنْهُمْ يَأْتِيهِمْ بِكِتَابٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّرُورُ يَوْمَ تُبْعَثُ فِي كُلِّ قَوْمٍ رَّسُولٌ مِّنْهُمْ يَأْتِيهِمْ بِكِتَابٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّرُورُ তোমার কি ক্ষমতা আছে? হিদায়াত করা ও পথদ্রষ্ট করা আল্লাহর হাতে।

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ সূতরাং তোমার উচিত তাদের জন্য চিন্তা না করা। তাদের কথা চিন্তা করে তোমার নিজেকে ধ্বংস করা উচিত না। আল্লাহর লিখন জারী হয়ে গেছে। কাজের গোপন তথ্য সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছাড়া আর কেহ জানেনা। পথদ্রষ্ট ও হিদায়াত করণেও তাঁর হিকমাত নিহিত রয়েছে। তাঁর কোন কাজই হিকমাত বহির্ভূত নয়।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ বান্দার সমস্ত কাজ তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

৯। আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি ওটা দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এ রূপেই হবে।

۹. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ

১০। কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে, আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই।

۱۰. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْورُ

১১। আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে; অতঃপর শুক্র বিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ

۱۱. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْقَلٍ وَلَا تَضَعُ

ধারণা করেনা এবং প্রসবও করেনা; কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতে রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

জীবন ও মৃত্যুর আলামত

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর কুরআনুল কারীমে প্রায়ই মৃত ও শুষ্ক জমি পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা হাজ্জে উল্লেখ করা রয়েছে।

أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫) এতে বান্দার জন্য পূর্ণ উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং মৃতদের জীবিত হওয়ার পূর্ণ দলীল এতে বিদ্যমান রয়েছে যে, জমি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে এবং তাতে সজীবতা মোটেই পরিলক্ষিত হয়না। কিন্তু যখন মেঘ জমে বৃষ্টি হয় তখন ঐ জমির শুষ্কতা সজীবতায় এবং মরণ জীবনে পরিবর্তিত হয়। এভাবেই বানী আদমের উপকরণ কাবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আরশের নীচ থেকে, আল্লাহর হুকুমের সাথে সাথে সবগুলি একত্রিত হয়ে কাবর থেকে উদগত হতে শুরু করবে, যেমন মাটি হতে গাছ বের হয়ে আসে কিংবা মাটি হতে চারা বের হয়। সহীহ হাদীসে আছে যে, সমস্ত আদম সন্তান মাটিতে গলে পচে যায়। কিন্তু তার একটি হাড় আছে যাকে বলা হয় রেড় বা জন্ম হাড়, সেটা পচেও না, নষ্টও হয়না। এ হাড়ের দ্বারাই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আবার সৃষ্টি করা হবে। (মুসলিম ৪/২২৭১)

كَذَلِكَ النُّشُورُ ঠিক তেমনই বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আবার জীবন আছে।

আবু রাযীন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন? আর তাঁর সৃষ্টিজগতে এর কি নিদর্শন আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে আবু রায়ীন! তুমি কি তোমার আশে-পাশের যমীনের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াওনি? তুমি কি দেখনি যে, জমিগুলি শুষ্ক ও ফসলবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে? অতঃপর যখন তুমি পুনরায় সেখান দিয়ে গমন কর তখন কি তুমি দেখতে পাওনা যে, ঐ জমি সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠেছে? আবু রায়ীন (রাঃ) উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, এমনতো প্রায়ই চোখে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা মৃতকে জীবিত করবেন। (আহমাদ ৪/১২)

দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং বিজয় তাদেরই জন্য যারা আল্লাহকে মেনে চলে

মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا কেহ ক্ষমতা, সম্মান প্রতিপত্তি চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সব ক্ষমতাতো আল্লাহরই। অর্থাৎ যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত থাকতে চায় তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলতে হবে। তিনিই তার এ উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহই একমাত্র সত্তা যাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা, ইয়্যাত ও সম্মান বিদ্যমান রয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে :

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

যারা মু‘মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর। (সূরা নিসা, ৪ : ১৩৯) অন্যত্র আছে :

وَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলি বিষণ্ণ না করে। সকল ক্ষমতা এবং ইয়্যাত আল্লাহরই জন্য। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৫) মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু সম্মানতো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু‘মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা

এটা জানেনা। (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তি/প্রতিমা পূজায় ইয্যাত নেই, ইয্যাতের অধিকারীতো একমাত্র আল্লাহ। (তাবারী ২০/৪৪৩) ভাবার্থ এই যে, ইয্যাত অনুসন্ধানকারীর আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কাজে লিপ্ত থাকা উচিত। আর এটাও বলা হয়েছে যে, কার জন্য ইয্যাত তা যে জানতে চায় সে যেন জেনে নেয় যে, সমস্ত ইয্যাত আল্লাহরই জন্য। (তাবারী ২০/৪৪৪)

উত্তম আমল আল্লাহরই তরফ হতে

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই। মুখারিক ইব্ন সুলাইম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আমাদেরকে বলেন : আমি তোমাদের কাছে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করি সবগুলিরই সত্যতা আল্লাহর কিতাব হতে পেশ করতে পারি। জেনে রেখ যে, মুসলিম বান্দা যখন :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَبَارَكَ اللَّهُ

এই কালেমাগুলি পাঠ করে তখন মালাইকা/ফেরেশতারা এগুলি তাদের ডানার নীচে নিয়ে আসমানের উপর উঠে যান। এগুলি নিয়ে তারা মালাইকার যে দলের পাশ দিয়ে গমন করেন তখন ঐ দলটি এই কালেমাগুলি পাঠকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত জগতসমূহের রাব্ব মহামহিমাবিত আল্লাহর সামনে এই কালেমাগুলি পেশ করা হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২০/৪৪৪)

নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যারা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিক্র করে তাদের জন্য এই কালেমাগুলি আরশের আশে-পাশে মৌমাছির মত গুনগুন করে আল্লাহর সামনে তাদের কথা আলোচনা করে। তোমরা কি পছন্দ করনা যে, সদা-সর্বদা তোমাদের যিক্র আল্লাহর সামনে আলোচিত হতে থাকুক? (আহমাদ ৪/২৬৮, ইব্ন মাজাহ ২/১২৫২)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে। আলী ইব্ন আবী

তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : উত্তম কথা হল আল্লাহর যিক্র এবং উত্তম আমল হচ্ছে যথাসময়ে ফারুয কাজসমূহ পালন করা। যখন কেহ আল্লাহর যিক্র করার সাথে সাথে ফারুয আমলসমূহ পালন করতে থাকে তখন তার সমস্ত আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। অন্য দিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্র করে, কিন্তু সে ফারুয আমলসমূহ করা থেকে বিরত থাকে তখন তার যিক্র আল্লাহ সুবহানাহু প্রত্যাখ্যান করেন। (তাবারী ২০/৪৪৫)

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি আটে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং শাহর ইব্ন হাওশাব (রহঃ) বলেন : যারা মন্দ কাজের ফন্দি আটে তারা হল ঐসব লোক যারা ফাঁকিবাজ ও রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করে থাকে। (তাবারী ২০/৪৪৭) বাহ্যিকভাবে যদিও এটা লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যে, তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ও চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। তাদের মিথ্যাবাদিতা আজ না হলেও কাল প্রকাশ পাবেই। জ্ঞানীরা তাদের চক্রান্ত ধরে ফেলবে। কোন লোক যে কাজ করে তার লক্ষণ তার চেহারায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার ভাষা ও কথা ঐ রংয়েই রঞ্জিত হয়ে থাকে। ভিতর যেমন হয় তেমনিভাবে তার প্রতিচ্ছায়া বাইরেও প্রকাশ পায়। রিয়াকারীর বে-ঈমানী বেশীদিন গোপন থাকেনা। নির্বোধরা তাদের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে সেটা অন্য কথা। মু'মিন ব্যক্তি পুরামাত্রায় জ্ঞানী ও বিবেকবান হয়ে থাকে। তারা তাদের ধোঁকাবাজি হতে বেশ সতর্ক থাকে।

আল্লাহই গাইবের মালিক এবং তিনিই ওয়াকিফহাল

মহান আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا আল্লাহ তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বংশকে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানির (শুক্রে বিন্দুর) মাধ্যমে জারী রেখেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন অর্থাৎ নর ও নারী। এটাও আল্লাহর এক বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি নরদের জন্য নারী বানিয়েছেন, যারা তাদের শান্তি ও আরামের উপকরণ।

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ আলাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا تَرْضَىٰ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্ককারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৯) নিম্নের আয়াতগুলিও এ আয়াতের অনুরূপ :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আলাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৮-৯) এর পূর্ণ তাফসীর এখানে বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে। আলাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে।

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ 'হ' সর্বনামটির ফিরবার স্থান جنس অর্থাৎ মানব। কেননা দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যাপারটি কিতাবে রয়েছে এবং আলাহ তা'আলার জ্ঞানে তার আয়ু হতে কম করা হয়না।

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আলাহ তা'আলা যে ব্যক্তির জন্য দীর্ঘায়ু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে তা পুরা করবেই। কেননা ঐ দীর্ঘায়ু তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যার

জন্য তিনি স্বল্পায়ু নির্ধারণ করেছেন তার জীবন ঐ পর্যন্তই পৌঁছবে। এ সবকিছু আল্লাহর কিতাবে পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই সহজ।

কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : যে নির্ধারিত কাল লিখিত হয়েছে এবং ওর মধ্য হতে যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে সবই আল্লাহর অবগতিতে আছে এবং তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে চায় যে, তার রিয়ক ও বয়স বেড়ে যাক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে। (ফাতহুল বারী ৪/৫৫৩, মুসলিম ৪/১৯৮২, আবু দাউদ ২/৩২১, নাসাঈ ৬/৪৩৮)

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ এটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। এটা তাঁর অবগতিতে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি সব কিছুই জানেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।

১২। দু'টি দরিয়া একরূপ নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান কর, এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ যে, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

۱۲. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহর দয়া ও নিদর্শন

বিভিন্ন প্রকার জিনিস সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের অসীম ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করছেন। তিনি দুই প্রকারের সাগর সৃষ্টি করেছেন। একটির পানি স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুপেয়। এই প্রকারের পানি হাটে, মাঠে, জঙ্গলে, বাগানে সব সময় প্রবাহিত হতে রয়েছে।

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا অন্যটির পানি লবণাক্ত ও তিক্ত, যার উপর দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করে। এ দুই প্রকারের সাগর থেকে মানুষ মাছ ধরে এবং তাজা গোশত খেয়ে থাকে।

وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا আবার ওর মধ্য হতে অলংকার বের করে।
অর্থাৎ মণি-মুক্তা ইত্যাদি।

سَخَّرَ مِنْهَا اللَّوْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ. فَبِأَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ২২-২৩) এই জাহাজগুলি পানি কেটে চলাফিরা করে। বাতাসের মুকাবিলা করে চলতে থাকে, যেন মানুষ তার সাহায্যে আল্লাহর অনুগ্রহ অব্বেষণ করতে পারে। যেন তারা এক দেশ হতে অন্য দেশে পৌঁছতে পারে। সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারা যে বানিজ্য করার সুযোগ পেয়েছে এ জন্য যেন তারা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। তিনি এগুলিকে মানুষের অনুগত করেছেন। মানুষ সাগর, দরিয়া ও নদী হতে জাহাজ দ্বারা লাভবান হতে পারে। সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ আসমান ও যমীনকে মানুষের অনুগত করেছেন। এগুলি সবই তাঁর ফায়ল ও কারম।

১৩। তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ

۱۳. يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

<p>করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব! সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়।</p>	<p>وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ</p>
<p>১৪। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করছ তা তারা কিয়ামাত দিনে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা।</p>	<p>۱۴. إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ</p>

মূর্তি পূজকদের দেবতারা ‘এক কিতমীর’ পরিমানেরও মালিক নয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পূর্ণ শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাতকে অন্ধকারময় এবং দিনকে জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন। কখনও তিনি রাতকে বড় করেছেন আবার কখনও দিনকে বড় করেছেন। আবার কখনও রাত-দিনকে সমান করেছেন। কখনও হয় শীতকাল, আবার কখনও হয় গ্রীষ্মকাল।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তিনি সূর্য, চন্দ্র এবং স্থির ও চলমান তারকারাজিকে বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে রয়েছে। পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এই ব্যবস্থা কায়েম রেখেছেন كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى আর নির্ধারিত সময় অর্থাৎ

কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে।

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ যে আল্লাহ এ সবকিছু করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বুদ হওয়ার যোগ্য। তিনি সবারই পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কেহই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য নয়।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করছে, তারা মালাইকাই হোক না কেন, সবাই তাঁর সামনে উপায়হীন ও ক্ষমতাহীন। খেজুরের আঁটির আবরণেরও তারা অধিকারী নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), অতিয়িয়াহ আল আউফী (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, 'কিতমির' শব্দের অর্থ হচ্ছে খেজুরের বীচির সাথে সাদা যে আবরণ থাকে তা। (তাবারী ২০/৪৫৩) অন্যভাবে বলা যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর অতি নগণ্য জিনিসেরও তারা মালিক নয়। তাই মহান আল্লাহ আরও বলেন :

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের ডাক শোনেই না। তোমাদের এই মূর্তিগুলোতো প্রাণহীন। তাদের কান নেই যে, তারা শুনতে পাবে। যাদের প্রাণ নেই তারা শুনবে কিরূপে?

وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ আর যদি মনে করা হয় যে, তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায়, তাহলেও কিম্ব তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। কেননা তারাতো কোন কিছুরই মালিক নয়। সুতরাং তারা তোমাদের কোন প্রয়োজন পূরা করতে পারেনা।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ তথা শিরককে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা

কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৫-৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا هُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮১-৮২)

وَلَا يُبْنِيكَ مِثْلُ خَيْرٍ আল্লাহ তা'আলার ন্যায় সত্য সংবাদ আর কে দিতে পারে? তিনি যা কিছু বলেন তা অবশ্য অবশ্যই হবে। যা কিছু হচ্ছে বা হবে তিনি সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর মত খবর আর কেহই দিতে পারেনা।

১৫। হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	১৫. يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
১৬। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।	১৬. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
১৭। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।	১৭. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
১৮। কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা	১৮. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا

হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও।
তুমি শুধু সতর্ক করতে পার
তাদেরকে যারা তাদের
রাব্বকে না দেখে ভয় করে
এবং সালাত কায়েম করে। যে
কেহ নিজেকে পরিশোধন করে
সেতো পরিশোধন করে
নিজেরই কল্যাণের জন্য।
প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহরই
নিকট।

تَحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ
تَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ
لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

প্রতিটি মানুষ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারা প্রত্যেকে কিয়ামাত দিবসে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলুক হতে অভাবশূন্য, আর সমস্ত
মাখলুক তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত এবং সবাই অভাবী। তিনি বেপরোয়া
এবং সমস্ত সৃষ্টজীবই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে হয় ও তুচ্ছ এবং তিনি
মহা প্রতাপশালী ও বিজয়ী। সৃষ্টি জগতের সবাই অসহায় ও নিরুপায়।
বেপরোয়া, অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত একমাত্র আল্লাহ।

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি যা করেন
সবকিছুতেই তিনি প্রশংসনীয়। তাঁর কোন কাজই হিকমাত ও প্রশংসাসাহ্য নয়।
নিজ কথা ও কাজে, নিজ বিধানে, তাকদীর নির্ধারণে, মোট কথা তাঁর সব কাজই
প্রশংসার যোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন :

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ হে লোকসকল! আল্লাহ ইচ্ছা করলে
তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা
তাঁর কাছে খুবই সহজ।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ কিয়ামাতের দিন কেহ তার বোঝা অন্যের উপর
চাপাতে চাইলে তা পূর্ণ হবেনা। এমন কেহ সেখানে থাকবেনা যে তার বোঝা
বহন করবে। বন্ধু-বান্ধব ও নিকটতম আত্মীয়রা সবাই সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিবে।

হে লোকেরা! জেনে রেখ যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। সেদিন সবারই উপর একই রকম বিপদ আসবে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ হে নাবী! তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তোমার প্রচারিত বাণীকে বিশ্বাস করে, তাদের রাব্বকে না দেখে ভয় করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের রবের সব আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ যে কেহ নিজেকে সংশোধন করে সেতো সংশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে। তার কাছে হাযির হয়ে হিসাব দিতে হবে। তিনি স্বয়ং আমলের বিনিময় প্রদান করবেন। উত্তম আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলের জন্য খারাপ প্রতিদান।

১৯। সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুন্মান -	<p>١٩. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ</p>
২০। অন্ধকার ও আলো -	<p>٢٠. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ</p>
২১। ছায়া ও রোদ -	<p>٢١. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ</p>
২২। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে।	<p>٢٢. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ</p>

২৩। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র	২৩. إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ
২৪। আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।	২৪. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
২৫। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল; তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।	২৫. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
২৬। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর আমার শাস্তি!	২৬. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

মু'মিন এবং কাফির কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয়, যেমন সমান হয়না অন্ধ ও চক্ষুস্বন্দ, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত। এগুলোর মাঝে যেমন আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনই ঈমানদার ও কাফিরদের মাঝে সীমাহীন পার্থক্য বিরাজমান। মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনের হৃদয় হচ্ছে জীবিত এবং কাফিরের হৃদয় মৃত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن
مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? (সূরা আন'আম, ৬ : ১২২) আর এক আয়াতে আছে :

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু' ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? (সূরা হুদ, ১১ : ২৪) মু'মিনেরতো চোখ আছে ও কান আছে। সে আলোক প্রাপ্ত। সে সরল সঠিক পথে রয়েছে। সে ছায়া ও নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কাফির অন্ধ ও বধির। সে দেখতেও পায়না, শুনতেও পায়না। অন্ধকারে সে জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের অন্ধকার হতে বের হতে পারবেনা। সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে যা অত্যন্ত গরম ও কঠিন তাপবিশিষ্ট এবং দাহনকারী কালো ধোয়া সমৃদ্ধ আগুনের ভাণ্ডার।

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ আল্লাহ যাকে চাইবেন শুনিয়ে দিবেন অর্থাৎ এমনভাবে শোনার তাওফীক দিবেন যে, সে শুনে কবুলও করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ যে কাবরে আছে তাকে তুমি (মুহাম্মাদ সঃ) শোনাতে সমর্থ হবেনা। অর্থাৎ কেহ যখন মরে যায় এবং তাকে সমাধিস্থ করা হয় তখন তাকে ডাকা যেমন বৃথা, তেমনই কাফিরদেরকে হিদায়াতের দা'ওয়াত দেয়া বৃথা। অনুরূপভাবে মুশরিকদের উপরও দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে। সুতরাং তাদের হিদায়াত লাভের কোন আশা নেই।

إِنَّا نَذِيرُ হে নাবী! তুমি তাদেরকে কখনও হিদায়াতের উপর আনতে পারনা। তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। তোমার কাজ শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করার মালিক আল্লাহ।

আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি
সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে। অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ এবং
কাফিরদের জন্য সতর্ক বাণী। অতঃপর বলা হয়েছে :

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

নেই যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি, যাতে তাদের কোন রকম অয্যাহাত পেশ করার অবকাশ না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৭)
অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

وَأَن يَكْذِبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُبُرِ

আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) অতএব এদের এই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্বের লোকেরাও তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল। তবুও তারা তাঁদেরকে বিশ্বাস করেনি।

তাদের অবিশ্বাস করার
 ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
 পরিণাম এই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও
 করেছিলেন এবং তাঁর শাস্তি ছিল কতই না ভয়ংকর।

২৭। তুমি কি দেখনা যে,
আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি
বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা
আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল
উদগত করি? পাহাড়ের

٢٧. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنْ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ

<p>মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফল - শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো।</p>	<p>ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ</p>
<p>২৮। এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমশীল।</p>	<p>۲۸. وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ</p>

আল্লাহরই রয়েছে সুনিশ্চিত শক্তি

রবের পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয় যে, একই প্রকারের বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নমুনা চোখে পড়ে! আসমান হতে একই পানি বর্ষিত হয়, আর এই পানি হতে বিভিন্ন রং বেরংয়ের ফল উৎপাদিত হয়। যেমন লাল, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটির স্বাদ পৃথক, গন্ধ পৃথক। যেমন অন্য আয়াতে আছে :

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَبِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শয্যক্ষেত, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খেজুর-বৃক্ষ, সিঁধিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব

দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।
(সূরা রা'দ, ১৩ : ৪)

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا অনুরূপভাবে পাহাড়ের
সৃষ্টিও বিভিন্ন প্রকারের। কোনটি সাদা, কোনটি লাল এবং কোনটি কালো।
কোনটিতে রাস্তা ও ঘাঁটি আছে, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি অসমতল। আবু
মালিক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদীও (রহঃ) অনুরূপ
মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু কিছু পাহাড় রয়েছে যা খুবই কালো। ইকরিমাহ
(রহঃ) বলেন : ‘আল গারা’বিব’ হল উঁচু এবং কালো পাহাড়। আবু মালিক
(রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন।
(তাবারী ২০/৪৬১) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : আরাবরা যখন কোন জিনিসকে
অত্যন্ত কালো বুঝাতে চায় তখন ‘গিরবিব’ শব্দটি ব্যবহার করে।

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ এই প্রাণহীন
জিনিসের পর এখন প্রাণীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। এদের মধ্যেও আল্লাহ
তা‘আলার বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ, জানোয়ার এবং
চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের বিভিন্ন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যাবে
যদিও তারা সবাই পায়ে ভর দিয়ে হাটে। মানুষের মধ্যে বাবার, ইথিওপিয়ান
এবং আরও অনেক জাতি সম্পূর্ণ কালো বর্ণের হয়ে থাকে। রোমানরা হয় অত্যন্ত
সাদা বর্ণের, আরাবীয়রা এই দুইয়ের মধ্যম বর্ণের এবং ভারতীয়রা তাদের
কাছাকাছি। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন :

وَآخْتَلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন
রয়েছে। (সূরা রুম, ৩০ : ২২) অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণীর রং
এবং রূপও পৃথক পৃথক। এমনকি একই প্রকারের জন্তুর মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের
রং রয়েছে এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, একটি জন্তুরই দেহের রং বিভিন্ন হয়ে
থাকে। সুবহানাল্লাহ! সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়!
এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী
তরাই তাঁকে ভয় করে। কারণ তারা জানে ও বুঝে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত

বেশী আল্লাহ সম্বন্ধে অবগত হবে ততই সে মহান, শক্তিশালী ও জ্ঞানী আল্লাহর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে এবং তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশী হবে। যে জানবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাঁকে ভয় করতে থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান যার অন্তরে স্থান পাবে সে তাঁর সাথে কেহকেও শরীক করবেনা। তাঁর কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানবে, তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর কথা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে সে সত্য বলে মেনে নিবে। সাঈদ ইব্ন যুবাঈর (রহঃ) বলেন : ভীতিও একটি শক্তি। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এ ভীতি পর্দা স্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর নাফরমানীর মাখবানে এটা বাধা হয়ে যায়। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, আলেম তাকেই বলে যে আল্লাহকে না দেখেই তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর সম্ভৃষ্টির কাজে অগ্রহ প্রকাশ করে ও তাঁর অসম্ভৃষ্টির কাজকে ঘৃণা করে এবং তা হতে বিরত থাকে।

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবু হাইয়ান আত তাইমী (রহঃ) থেকে, তিনি এক লোক থেকে বর্ণনা করেন : জ্ঞানী হল তিন প্রকারের। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে এবং তাঁর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কিন্তু তাঁর হুকুম সম্পর্কে কিছুই জানেনা এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কিন্তু সে আল্লাহ সম্পর্কে জানেনা। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে এবং তাঁর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে সেই আল্লাহকে ভয় করে; সে তাঁর হুকুমাতের সীমা সম্পর্কে জানে এবং তার জন্য কি কি করা ফারয তাও সে জানে। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে, কিন্তু তাঁর আদেশ সম্পর্কে অবগত নয় সে আল্লাহকে ভয় করে, কিন্তু আল্লাহর আইন এবং ফারয আমলসমূহের ব্যাপারে সে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে অবহিত কিন্তু আল্লাহকে চিনেনা/জানেনা সে যে ফারয আমলসমূহ করতে হবে তা জানলেও তার ভিতর আল্লাহ ভীতি নেই। তাই সে আল্লাহকে ভয় করে চলেনা।

২৯। যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা ই আশা করতে পারে তাদের

۲۹. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই -	يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ
৩০। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।	۳۰. لِيُوفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

মুসলিমরাই পরকালে প্রতিদান পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নে রত থাকে, ঈমানের সাথে তা পাঠ করে, ভাল আমল ছেড়ে দেয়না, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান খাইরাত করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এ সবার সাওয়াবের আশা করে শুধু আল্লাহর কাছে, আর তা পাওয়া নিশ্চিতরূপেই সত্য। মহান আল্লাহ বলেন :

আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দিবেন যা তাদের কল্পনায়ও থাকবেনা। إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। ছোট ছোট আমলেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

৩১। আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু জানেন ও দেখেন।	۳۱. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ
---	--

কুরআন হল সত্য বাণী বহনকারী আল্লাহর কিতাব

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ হে মুহাম্মাদ!

আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। পূর্ববর্তী কিতাবগুলি যেমন এর সত্যতার খবর দেয়, অনুরূপভাবে এই কিতাবও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতার সমর্থক।

إِنَّ اللَّهَ بَعْدَهُ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন। অনুগ্রহের হকদার কে তিনি তা ভালরূপেই জানেন। নাবীদেরকে তিনি স্বীয় প্রশস্ত জ্ঞানে সাধারণ লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতঃপর নাবীদেরও পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা ও ফাযীলাত নির্ধারণ করেছেন এবং সাধারণভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সবচেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নাবীগণের সবারই প্রতি দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৩২। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থি এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ।

۳۲. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ بإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۚ

তিন ভাগে কুরআনের ওয়ারিশ ভাগ হয়ে গেছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : আমি এই সম্মানিত কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আমার মনোনীত বান্দাদের হাতে প্রদান করেছি অর্থাৎ এই উম্মাতে মুহাম্মাদীর হাতে। অতঃপর তাদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক হয়ে যায়।

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ কেহ কেহতো কিছু আগে-পিছে হয়ে যায়, তারা ফার্ষ

কাজগুলি করার ব্যাপারে সতর্ক নয়। তাদের দ্বারা কিছু হারাম কাজও হয়ে যায়।

وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যপন্থী রয়েছে, যারা তাদের জন্য নির্ধারিত আমলের প্রতি মনোযোগী এবং হারাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ওয়াজিবগুলি পালন করেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভাল কাজ তাদের থেকে ছুটেও গেছে এবং কখনও কখনও অপছন্দনীয় কাজও তাদের দ্বারা হয়ে গেছে।

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ আর কতকগুলি লোক আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী রয়েছে। তাদের প্রতি নির্ধারিত কাজগুলিতো তারা পালন করেছেই, এমনকি যে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেই কাজগুলিকেও তারা কখনও ছাড়েনি। আর হারাম কাজগুলো হতেতো দূরে থেকেছেই, এমনকি অপছন্দনীয় কাজগুলোকেও ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া কোন কোন সময় মুবাহ কাজগুলোকেও ভয়ে পরিত্যাগ করেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মনোনীত বান্দা দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর সব কিতাবেরই ওয়ারিস বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। তাদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী তাদের সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে। আর যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২০/৪৬৫)

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বলেন : ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমার উম্মাতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্যই আমার শাফা‘আত।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী লোকেরাতো বিনা হিসাবেই জান্নাতে চলে যাবে। যারা মধ্যপন্থী তারাও আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে জান্নাতে যাবে। আর নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ও আ‘রাফবাসীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা‘আতের ফলে জান্নাতে যাবে। (তাবারানী ১১/১৮৯) সালাফগণের অনেকে বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর অনেকে আছে যারা নিজেদের জীবনে অনেক অত্যাচার করেছে, কিন্তু তথাপিও মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেছেন, যদিও তারা আমলের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নয়, বরং তাদের আমলে ঘাটতি রয়েছে। পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষী এটাও বলেছেন যে, এ লোকগুলো না এই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত, না তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং

না তারা আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিশ। বরং এর দ্বারা কাফির, মুনাফিক ও বাম হাতে আমলনামা প্রাপকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এটাই যে, তারা এই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত।

আলেমগণের মর্যাদা

এই নি‘আমাতের অধিকারী লোকদের মধ্যে আলেমগণ সবচেয়ে বেশী ঈর্ষার পাত্র এবং এই নি‘আমাতের তাঁরাই সবচেয়ে বেশী হকদার। যেমন কায়েস ইবন কাসীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাদীনাবাসী একজন লোক দামেস্কে আবু দারদার (রাঃ) নিকট গমন করে। তখন আবু দারদা (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন : ভাই! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? উত্তরে লোকটি বলে : একটি হাদীস শোনার জন্য যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে থাকেন। তিনি বললেন : কোন ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসনি তো? জবাবে সে বলল : না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : তাহলে অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছ কি? সে উত্তর দিল : না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে তুমি কি শুধু এই হাদীসের সন্ধানেই এসেছ? সে জবাব দিল : জি, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইল্মের সন্ধানে সফরে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালিত করেন এবং (রাহমাতের) মালাইকা/ফেরেশতারা ইল্ম অনুসন্ধানকারীর প্রতি সম্ভ্রষ্ট হয়ে তাদের উপর তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে অবস্থানকারী সবাই বিদ্যানুসন্ধানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যে মাছগুলিও (ক্ষমা প্রার্থনা করে)। (মূর্থ) ইবাদাতকারীদের উপর আলেমের ফাযীলাত এমনই যেমন চন্দ্রের ফাযীলাত সমস্ত তারকার উপর। নিশ্চয়ই আলেমরা নাবীগণের ওয়ারিশ। আর নাবীগণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) রেখে যাননা, বরং তাঁরা রেখে যান ইল্ম। যে তা গ্রহণ করে সে খুব বড় সৌভাগ্য লাভ করে। (আহমাদ ৫/১৯৬, আবু দাউদ ৪/১৫৭, তিরমিযী ৭/৪৫০, ইবন মাজাহ ১/৮১)

৩৩। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং

۳۳. جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
تُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।	وَلَوْ لَوُاْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
৩৪। এবং তারা বলবে : প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করেছেন! আমাদের রাক্ষসতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।	۳۴. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
৩৫। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা। এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা।	۳۵. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন : সৌভাগ্যবান লোকদেরকে আমি আমার কিতাবের ওয়ারিশ করেছি, আর কিয়ামাতের দিন তাদেরকে আমি চিরস্থায়ী নি‘আমাত বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করাব।

وَلَوْ لَوُاْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ সেখানে আমি তাদেরকে স্বর্ণ ও মুক্তা নির্মিত কংকন পরাবো। যেমন সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মু‘মিনের অলংকার ঐ পর্যন্ত হবে যে পর্যন্ত অযূর পানি পৌঁছে থাকে। (মুসলিম ১/২১৯)

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ সেখানে তাদের পোশাক হবে খাঁটি রেশমের, দুনিয়ায় তাদেরকে যা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দুনিয়ায় যে ব্যক্তি রেশম পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পাবেনা। (ফাতহুল বারী ১০/২৯৬) তিনি আরও বলেছেন : ওটা (রেশম) তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখিরাতে। (ফাতহুল বারী ১০/১৯৬)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ তারা বলবে : প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন, যিনি আমাদের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা, উদ্বেগ, লজ্জা ও অনুতাপ দূর করে দিয়েছেন।

ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেছেন : তিনি তাদের বড় (কাবিরাহ) পাপগুলো ক্ষমা করে দেন এবং দু'একটি ছোট খাট আমল করলে তার প্রশংসা করেন। তারা আরও বলবে :

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ শোকর আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। আমাদের আমলতো এর যোগ্যই ছিলনা। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেহকেও তার আমল কখনও জানাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও না? তিনি উত্তরে বললেন : হ্যাঁ, আমাকেও না, তবে এ অবস্থায় আল্লাহ আমাকে তাঁর রাহমাত ও অনুগ্রহ দ্বারা ঢেকে নিবেন। (ফাতহুল বারী ১০/১৩২) তারা বলবে :

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ এখানেতো ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা। রুহতে থাকবে আলাদা খুশী এবং দেহেও থাকবে আলাদা শান্তি। দুনিয়ায় তাদেরকে আল্লাহর পথে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এটা তারই প্রতিদান। আজ শুধু শান্তি আর শান্তি। তাদেরকে বলা হবে :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে : পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪)

৩৬। কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শান্তিও লাঘব করা হবেনা।

۳۶. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

<p>এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।</p>	<p>مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافٍ</p>
<p>৩৭। সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে : হে আমাদের রাক্ব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।</p>	<p>۳۷. وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ</p>

কাফিরদের শাস্তি এবং জাহান্নামে তাদের অবস্থান

সৎ লোকদের (জান্নাতের) সুখ-শান্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা
এখন দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।
তাদের আর কখনও মৃত্যু হবেনা। যেমন তিনি বলেন :

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا تَحْيَىٰ

সেখানে তারা মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা তা-হা, ২০ : ৭৪) সহীহ
মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যারা
চিরস্থায়ী জাহান্নামী তাদের সেখানে মৃত্যুও হবেনা এবং তারা সেখানে বেঁচেও
থাকবেনা (অর্থাৎ সুখময় জীবন লাভ করবেনা)। (মুসলিম ১/১৭২) তারা বলবে :

وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْنُوتُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে : হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে : তোমরা এভাবেই থাকবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭৭) এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুকেই নিজেদের জন্য আরাম ও শান্তি দায়ক মনে করবে। কিন্তু মৃত্যু আসবেনা এবং তাদের শাস্তিও কম করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭৪-৭৫) তারা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে যাবে। যেমন এক জায়গায় ঘোষিত হয়েছে :

كُلَّمَا حَبَّتْ زِدَّتْهُمْ سَعِيرًا

যখনই তা (জাহান্নাম) স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ : ৩০) মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আতর্নাদ করে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন এবং দুনিয়ায় ফিরে যেতে দিন। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা সৎ কাজ করব এবং পূর্বে যা করতাম তা করবনা। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুবই ভাল জানেন যে, তারা দুনিয়ায় ফিরে গেলে আবার অবাধ্যচরণই করবে। সুতরাং তাদের ঐ মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবেনা। অন্য স্থানে তাদের আকাঙ্ক্ষার জবাবে বলা হয়েছে :

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ
وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا

এখন নিষ্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি? তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ

জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ১১-১২) অতএব তোমাদেরকে আর সেই সুযোগ দেয়া হবেনা। তোমাদেরকে যদি আবার দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা তাই করবে যা করতে নিষেধ করা হত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও বলবেন :

أَمِيتُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ আমি কি দুনিয়ায় তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি? আমার মু'মিন বান্দারা যেমন তাদের বেঁচে থাকা অবস্থায় সময়ের সদ্ব্যবহার করে সৎ আমল করেছে, তোমরাও চাইলে এ দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু করতে পারতে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে এতদিন জীবিত রেখেছেন যে, তার বয়স ষাট অথবা সত্তর বছরে পৌঁছে গেছে, আল্লাহর কাছে তার কোন ওয়র চলবেনা, আল্লাহর কাছে তার কোন ওয়র চলবেনা। (আহমাদ ২/২৭৫)

সহীহ বুখারীর কিতাবুর রিকাকে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ঐ ব্যক্তির ওয়র আল্লাহ কেটে দিয়েছেন যাকে তিনি দুনিয়ায় ষাট বছর জীবিত পর্যন্ত রেখেছেন। (ফাতহুল বারী ১১/২৪৩)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যাকে ষাট বছর পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন দান করেছেন তার জন্য আল্লাহ কোন অযুহাতের অবকাশ রাখেননা। (তাবারী ২০/৪৭৮, আহমাদ ২/৪১৭, তুহফাতুল আশরাফ ৯/৪৭২) যেহেতু সাধারণতঃ কোন লোকের ষাট বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়া একটি দীর্ঘ সময় এবং এই সময়ের মধ্যেই আমলের দ্বারা নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে তাই এর পরে তার আর অযুহাত দেখানোর সুযোগ নেই। যেমন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমার উম্মাতের বয়স ষাট হতে সত্তর বছর। এর চেয়ে বয়স বেশী হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। (তিরমিযী ৩৫৫০, ইব্ন মাজাহ ৪২৩৬) মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু জাফর ইব্ন বাকীর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং

সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : তোমাদের সাদা চুল দেখা দিয়েছিল। (বাগাবী ৩/৫৭৩) সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন য়াসিদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন : তোমাদের কাছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটি সঠিকতর। অতঃপর ইব্ন য়াসিদ (রহঃ) পাঠ করেন :

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ

অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৬) (তাবারী ২০/৪৭৮)

এটিই উত্তম মতামত, যেমন কাতাদাহ (রহঃ) থেকে শাইবান (রহঃ) বর্ণনা করেন : তাদের ব্যাপারে এই প্রমাণ উপস্থিত করা হবে যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা‘ওয়াতও তাদের কাছে পৌঁছে ছিল। (দুররুল মানসুর ৭/৩২) ইব্ন জারীরও (রহঃ) এরূপ মতামত পেশ করেছেন। নিম্নের আয়াত থেকেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায় :

وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مِّنْكَوْنٍ. لَقَدْ جِئْتَكُمْ

بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে : হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে : তোমরা এভাবেই থাকবে। আল্লাহ বলবেন : আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭৭-৭৮) যখন জাহান্নামীরা মৃত্যুর আকাক্ষা করবে তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবে : তোমাদের কাছে সত্য এসেছিল। অর্থাৎ আমি রাসূলদেরকে তোমাদের কাছে সত্যসহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা স্বীকার করনি। অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا

نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

যখনই তাতে কোন দলকে নিষ্ক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে : তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে : অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৮-৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَذُوقُوا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ সুতরাং তোমরা আগুনের আযাব আশ্বাদন কর। অর্থাৎ তোমরা যে নাবীগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে তার শাস্তির স্বাদ আজ আগুনের আযাব দ্বারা গ্রহণ কর। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। আজ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবেনা। আর তাদের কেহই আগুনের আযাব এবং শৃংখলের বেড়ি থেকে বাঁচার কোন পথ পাবেনা এবং কেহ তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতেও পারবেনা।

৩৮। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

۳۸. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ
بِذَاتِ الصُّدُورِ

৩৯। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

۳۹. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي
الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ব্যাপক ও অসীম জ্ঞানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুই পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। মানুষের অন্তরের গোপন কথাও তাঁর কাছে পরিস্কার। তিনি স্বীয় বান্দার প্রত্যেক কাজের বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? (সূরা নামল, ২৭ : ৬২)

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ কাফিরদের কুফরীর শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে।

একের শাস্তি অপরে বহন করবেন।

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا তারা যত কুফরীর দিকে অগ্রসর হয়, তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ততো বেড়ে যায়। ফলে আখিরাতে তাদের ক্ষতিও আরও বৃদ্ধি পাবে।। পক্ষান্তরে মু‘মিনের বয়স যত বেশী হয় ততই আল্লাহ তাকে বেশি ভালবাসেন এবং তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং জান্নাতে তার মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহ তা‘আলার কাছে তা পছন্দনীয় হয়।

৪০। বল : তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেসব দেবদেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমন্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে? বস্তুতঃ যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

٤٠. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي

مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ

شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أَتَيْنَهُمْ

كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ ۚ بَلْ

إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا

৪১। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ।

٤١. إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسِكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

মিথ্যা মা'বুদদের অসহায়ত্ব এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেন : আল্লাহ ছাড়া আরুনি মাদা خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات : যাদেরকে তোমরা ডাকছ তারা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে তা একটু দেখিয়ে দাও, অথবা এটাই প্রমাণ করে দাও যে, আকাশমন্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কি অংশ রয়েছে। তারাতো অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়। এমনকি খেজুরের বীচির সাদা আবরণেরও তারা মালিক নয়। তাই তারা যখন সৃষ্টিকারী নয় এবং সৃষ্টিতে অংশীদারও নয় এবং অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয় তখন তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে কেন ডাকছ?

আচ্ছা, এটাও যদি না হয় তাহলে কমপক্ষে তোমরা তোমাদের কুফরী ও শিরকের কোন লিখিত দলীল পেশ কর। কিন্তু তোমরা এটাও পারবেনা।

بَلْ إِن يَبْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا তোমরা শুধু তোমাদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশির পিছনে লেগে রয়েছ। দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই। তোমরা বাতিল, মিথ্যা ও প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েছ। একে অপরকে তোমরা প্রতারিত করছ।

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির

প্রতি লক্ষ্য কর যে, আসমান ও যমীনে তাঁরই হুকুম কায়েম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। এদিক ওদিক চলে যায়না।

وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া? (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। (সূরা রুম, ৩০ : ২৫) আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে মাহফুয রেখেছেন। প্রত্যেকটিই তাঁর হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে।

وَلَنْ زَالًا إِنَّ أَمْسِكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ তিনি ছাড়া অন্য কেহই এগুলিকে স্থির রাখতে পারেনা এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারেনা। এই সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহকে দেখ যে, তাঁর সৃষ্টজীব ও দাস তাঁর নাফরমানী, শিরক ও কুফরীতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তিনি সহনশীলতার সাথে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার সময় দিয়ে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করছেন। তিনি তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করছেন এবং ক্ষমা করে চলছেন। অবকাশ ও সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করতে রয়েছেন।

৪২। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে; কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল -

٤٢. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

৪৩। পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ
এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে।
কূট ষড়যন্ত্র ওর
উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন
করে। তাহলে কি তারা
প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের
প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু
তুমি আল্লাহর বিধানের কখনও
কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং
আল্লাহর বিধানের কোন
ব্যতিক্রমও দেখবেনা।

٤٣. أَسْتَكْبَرًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ
السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ
إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ
إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

**প্রতীক্ষা করার পর অবশেষে যখন রাসূল (সাঃ) আগমন
করলেন তখন কাফিরেরা তাঁকে অস্বীকার করল**

কুরাইশ ও অন্যান্য
আরাবরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে শপথ
করে করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার কোন রাসূল
আগমন করেন তাহলে দুনিয়ার সবার আগে তারা তাঁর অনুগত হবে। যেমন অন্য
জায়গায় রয়েছে :

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى
مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا
سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

যেন তোমরা না বলতে পার, ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘন্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫৬-১৫৭)

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكْفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

তরাইতো বলে এসেছে, ‘পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম’। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৬৭-১৭০)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا তাদের কাছে আল্লাহর শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম এসে গেছে। কিন্তু এরপরেও তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা আরও বেড়ে গেছে।

اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ তারা আল্লাহ তা‘আলার কথা মানতে অস্বীকার করেছে ও অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেরাতো মানেইনি, এমনকি চক্রান্ত করে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর পথে আসতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তারা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষতি করছেন, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ তারা কি প্রতীক্ষা করছে তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের মতই অন্যায় ও

অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার যে গযবে পতিত হয়েছিল এ লোকগুলো তারই অপেক্ষায় রয়েছে। وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই এবং তাঁর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও কখনও হয়না।

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ

কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই। (সূরা রাদ, ১৩ : ১১) তাদের উপর থেকে আযাব সরে যাবেনা এবং তারা তা থেকে বাঁচতেও পারবেনা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৪। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারা তো এদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

۴۴. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ
كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

৪৫। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ

۴۵. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا
مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى

দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
فَارِثٌ ۚ لِلَّهِ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.

রাসূলগণকে অস্বীকারকারীদের করুণ পরিণতি

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন ও তাঁকে বলতে হুকুম করছেন : ঐ অস্বীকারকারীদেরকে বলে দাও যে, দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে দেখ, তোমাদের মত পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের কি পরিণতি হয়েছে? তাদের নিকট থেকে নি‘আমাত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস হয়েছে, তাদের সন্তান-সন্ততিকেও ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহর আযাব তাদের উপর থেকে কোনক্রমেই সরেনি। তাদের উপর থেকে বিপদ কেহই সরাতে পারেনি। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। কেহই তাদের কোন উপকার করতে পারেনি। আল্লাহ তা‘আলাকে কেহ অপারগ করতে পারেনা। তাঁর কোন ইচ্ছা লক্ষ্যশূন্য হয়না। তাঁর কোন আদেশ কেহ রদ করতে পারেনা।

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا সারা বিশ্বজগত সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সব কিছুই করতে পারেন।

শাস্তি পিছিয়ে দেয়ার মধ্যে হিকমাত রয়েছে

وَلَوْ يُؤْخَذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ আল্লাহ তা‘আলা যদি মানুষকে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন ও শাস্তি দিতেন তাহলে আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে এবং ফল-ফসল সবই ধ্বংস হয়ে যেত। জীব-জন্তু, খাদ্যবস্তু সবই বরবাদ হয়ে যেত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ যদি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করে দিতে চাইতেন তাহলে মানুষের সাথে সাথে পশু-পাখিরাও ধ্বংস হয়ে যেত।

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى কিন্তু এখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং আযাবকে বিলম্বিত করা হয়েছে। সময় আসছে যে, কিয়ামাত

সংঘটিত হবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। আনুগত্যের বিনিময়ে পুরস্কার এবং অবাধ্যতার বিনিময়ে শাস্তি দেয়া হবে।

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا সময় এসে যাবার পর আর মোটেই বিলম্ব করা হবেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর লক্ষ্য রাখছেন। তিনি উত্তম দর্শক।

সূরা ফাতির -এর তাফসীর সমাপ্ত।